27082 - নজিকে নকেকাজ উদ্বুদ্ধ করার জন্য নজিরে উপর শাস্তি আরোপ করার পদ্ধতি কী হতে পার?

প্রশ্ন

আমি জানি নকে আমল নজিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নজি নজিকে শাস্তি দয়োর বড় প্রভাব রয়ছে। কন্তু, নজিকে শাস্তি দয়োর পদ্ধতি কী হতে পার?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

য মুমনি নজিরে মুক্তরি ব্যাপার সচতেন স নজিকে যা কছিু ধ্বংসাত্মক স সব থকে বাঁচয়ি রাখার চষ্টো কর এবং নজিরে সাথ কোমল হয়। নজিরে সাথ কোমল হওয়ার মধ্য রয়ছে আখরিাতরে শাস্তি থকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র দকি নজিরে পথচলাক পর্যবক্ষেণ রাখা। যা কছিু পালন করার নর্দিশে দয়ো হয়ছে তা পালন করার ও যা কছিু থকে নষিধে করা হয় তা থকে বচে থাকার জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাছলিরে লক্ষ্য নরিলস চষ্টো করা। তাই ব্যক্তি সকল পাপ থকে তাওবা করার মাধ্যম এ পথ চলা শুরু করব। নজিকে নকে আমল অগ্রবর্তী হওয়া ও ঈমানরে উচ্চ স্তরগুলো উন্নীত হওয়ার প্রতি উৎসাহতি করব। এক্ষত্রে সহায়ক উপায়-উপকরণগুলো গ্রহণ করব; যমেন- নকে আমলরে সওয়াব সম্পর্ক জানা, গুনাহর কুফল ও কারণগুলো অবহতি হওয়া, দুর্বল মনোবল ও হীনমন্য লোকদরে থকে দূর থাকা। নকে আমল যারা প্ররশ্রিমী তাদরে ঘটনাগুলো শুনা। এরপরও যদি অন্তর নকে আমল করা থকে দুর্বল হয় কংিবা গুনাহ প্রকাশ পায়, গুনাহর প্রতি ঝুঁক পড়; তখন শাস্তি আরোপরে বষিয়টি আসব।

শাস্তি দয়োর বষিয়টি আসব সত্য জানার পর এর থকে মুখ ফরিয়ি নয়োর পর। শাস্তি দয়িে শুরু করব না। যহেতেু জানার আগ শাস্তি দয়ো ঠকি না এবং যাত কর বাহানা কর্তন করার ক্ষত্রে এটি অধকি কার্যকর হয়।

বশিষেতঃ এ বষিয় সতর্ক থাকুন- আল্লাহ্‌র আপনাক মুবারকময় করুন- য, শাস্তদিান সত্তাগতভাব উদ্দষি্ট নয়। বরং এটি আত্মগঠন ও আত্মশুদ্ধরি একটি মাধ্যমমাত্র। এটি রোগীর জন্য থরোপরি মত; যা প্রয়োজনমাফকি দয়ো হয়। তাই নজিকে কষ্ট দয়ো, সাধ্যরে বাইর কষ্টারোপ করা কংিবা আগুন পুড় শরীরক কষ্ট দয়ো, কংিবা রোদরে মধ্য দাঁড়য়ি থাকা কংিবা এ জাতীয় অন্য কোন শাস্তি প্রশংসতি নয়। শাস্তি অতরিক্তি কষ্টকর হব না। বরং তা হব কোন নকে আমল আরোপ করার মাধ্যম কংিবা কাঙ্ক্ষতি কোন কছিু থকে নজিকে বঞ্ছতি করার মাধ্যম। আপনি নজিই যহেতেু নজিরে চকিৎিসক; সুতরাং

আপনিই সম্যক অবগত যে, কোন জিনিস আপনাকে অবসন্নতা ও অবাধ্যতা ত্যাগ করতে সাহায্য করবে; যাতে আপনি সেটা ত্যাগ করতে পারেন।

আল-মাকদিসি (রহঃ) বলেন:

“জেনে রাখুন, কোন মুমিন যদি নিজের আত্মপর্যালোচনা করে পায় যে, তার কসুর রয়েছে কিংবা সে কিছু কিছু গুনাহর কাজ করে তাহলে তার জন্য সমীচীন নয় যে, নিজেকে এ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া। যদি ছেড়ে দেয় তাহলে গুনাহতে লিপ্ত হওয়া তার জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং সেটা ত্যাগ করা তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। বরং তার উচিত নিজের উপর বেধে শাস্তি আরোপ করা; যেমনিভাবে সে নিজের পরিবার ও সন্তানকে শাস্তি দিয়ে থাকে। যেমনটি উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে একবার তিনি তার এক বাগানে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন মানুষ আসরের নামায পড়ে ফেলেছে। তখন তিনি বললেন: আমি আমার বাগানে গিয়েছিলাম। এসে দেখলাম মানুষ নামায পড়ে ফেলেছে। আমার বাগানটি মিসকীনদের জন্য সদকা।

বর্ণিত আছে যে, তামীম আদ-দারী (রাঃ) একরাতে তাহাজ্জুদের জন্য না উঠে ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলেন। ঐ রাতের ঘুমের শাস্তিস্বরূপ তিনি এক বছর না ঘুমিয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছেন।

হাস্সান বিন সিনান একবার এক রুমের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় জিজ্ঞেস করলেন এ রুমটি কবে তৈরী করা হয়েছে? এরপর নিজের আত্মসমালোচনা করে বললেন: তুমি এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করছ যা তোমার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে এক বছর রোযা রাখার শাস্তি দিব। এরপর তিনি এক বছর রোযা রাখলেন।

পক্ষান্তরে, যে শাস্তিগুলোতে শারীরিক ক্ষতি রয়েছে কিংবা কোন নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া রয়েছে: সেগুলো জায়েয নয়। যেমন বর্ণিত আছে যে, এক লোক এক নারীর দিকে তাকিয়েছিল। পরে সে তার চোখ তুলে ফেলেছে। অপর এক লোক হাত দিয়ে কোন গুনাহ করেছিল পরবর্তীতে তার সে হাত আগুনে পুড়িয়ে আতুর হয়ে গিয়েছিল। এ ধরণের শাস্তিদান জায়েয নেই। কারণ কোন মানুষের পক্ষে নিজের ব্যাপারে এমন কিছু করার অধিকার নেই।[মুখতাসার মিনহাজিল কাসিদীন’ থেকে কিছুটা পরিমার্জনসহ সংকলিত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।